মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার (সদর) অন্তর্গত কালীতলা দিয়াড় গ্রামটি ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত।

বহরমপুর শহরের দ(ণে অবস্থিত এই গ্রামটির পূর্বে মানকড়া ও ভাস্কর দহ বিল, পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, উত্তরে নারায়ণপুর গ্রাম ও বৈরগাছি গ্রাম এবং দ(ণে কাশীডাঙ্গা ও কদমতলা গ্রাম। গ্রামটি প্রায় দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন।

ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ে চর এলাকায় একটি প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন বট গাছের নিচে এক কালী মন্দির আছে এই কালীতলা দিয়াড় গ্রামে কথিত আছে এই কালী মাতার নামে ও পূর্ব বঙ্গের 'মুক্ত(াগাছা' রাজ পরিবারের আরাধ্য কাশীতে প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার সেবা ও পূজার উদ্দ্যেশ্যে নিবেদিত দেবোত্তর সম্পত্তি এই গ্রাম 'কালীতলা দিয়াড়' নামে পরিচিতি লাভ করে । পূর্ব বঙ্গের ময়মন সিংহের মুক্ত(াগাছা রাজ পরিবারের জমিদারী অংশ এই কালীতলা দিয়াড় গ্রাম। পরবর্তী কালে দেশভাগের পর উক্ত(রাজ পরিবারে জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসন এবং 'মুক্ত(গাছা ভবন' নির্মান করেন। স্থানীয় মানুষেরা এই ভবনটিকে 'রাজবাড়ী' আখ্যা দেন। মূলতঃ জীবেন্দ্রকিশোরের গ্রামে আগমন ও বসবাসের পর থেকেই এই গ্রামের সার্বিক উন্নতির সূচনা হয় । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও দানে এই গ্রামটি নূতন জীবন লাভ করে । বিদ্যালয় স্থাপন , খালখনন, রাস্তা নির্মান, বিদ্যুতায়ন, সমবায় সমিতি গঠন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডাকঘর প্রতিষ্ঠা সকল বিষয়েই জীবেন্দ্রকিশোরের দানের কথা ও উদ্যমের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্থানীয় গ্রাম বাসীদের চোখে রাজা জীবেন্দ্রকিশোর এক উজ্জ্বল ব্যক্তি(ত্ব ও গ্রামের প্রাণপু(ষ। গ্রামের মূল অধিবাসী প্রধানত চাঁই ও উগ্র(ত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত(। গ্রামের পূর্ব সীমানায় মানকড়া নামক স্থানেই নবাব আলীবর্দী খানের সঙ্গে মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের যুদ্ধ হয় এবং পা(বর্ত্তী দহ বা বিলে নবাব ভাস্কর পণ্ডিতের শিরঃচ্ছেদ করে তা নি(প করেণ। সেই কারনে এই বিল বা দহের নাম হয় 'ভাস্কর দহ'। শি(া ও সংস্কৃতির দিক থেকেও আশে পাশের বহু গ্রামের মধ্যে কালীতলা দিয়ড় গ্রামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামে একটি নিম্ন বুনিয়াদী ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

১৯৬০ সালে জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর জমি ও অর্থ দানে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে তাঁরই দানে ও উদ্যোগে রাজা জগৎকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয় । বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তদানীন্তন কৃষ(নাথ কলেদের অধ্য(ও বিশিষ্ট শি(াবিদ ডঃ রাম চন্দ্র পাল ও ডঃ রেজাউল করীম উপস্থিত ছিলেন।

জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী স্বাস্থ্য দপ্তরকে ছয় বিঘা জমি দান করায় সেখানে তৈরী হয়েছে 'জীবেন্দ্র অনিলা বালা স্মৃতি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র'। এর ফলে গ্রামের মানুষের চিকিৎসার সুবিধা হয়েছে। এই গ্রামের বিভিন্ন স্থানে কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছের অস্তিত্ব ল(্য করা যায় । গ্রামের স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠের কাছে একটি দুলর্ভ 'কৃষ(বট গাছ' আছে । গ্রামে একটি '(দ্রা(' বৃ(আছে । তা ছাড়া জীবেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব উদ্যোগে লাগান তাঁর নিজস্ব বাগানে গোলমরিচ, তেজপাতা, খয়ের , বড় এলাচ , ছোট এলাচ , রবার , হিং, চন্দন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবেন্দ্রকিশোরের ব্যক্তি(গত সংগ্রহ শালায় বি(েকবি রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কবিতার পাণ্ডুলিপি, কবি অঙ্কিত দশটি চিত্র ও বহু দুলর্ভ জিনিস আছে, যা এই ছোট্ট গ্রামের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে বলা যায়। কিছু দিন পূর্বে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে রবীন্দ্র মেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবেন্দ্র কিশোরের সংগ্রহে সযত্নে র(িত রবীন্দ্রনাথের সুহস্তে অঙ্কিত একটি সুন্দর মাটির কলম বি(েভারতীর কলাভবন কর্ত্তৃপ(ের হাতে অর্পণ করেন জীবেন্দ্র কিশোর স্বয়ং।

(দ্রা(ও কৃষ(বট বৃ(দুটি আজও বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে। কালীতলা দিয়াড় রাজবাড়ীতে আচার্য্য চৌধুরী পরিবারের (মুক্ত(গাছা রাজ পরিবারের) অধিষ্ঠাত্রী অষ্টধাতুর দেবী দুর্গার মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।